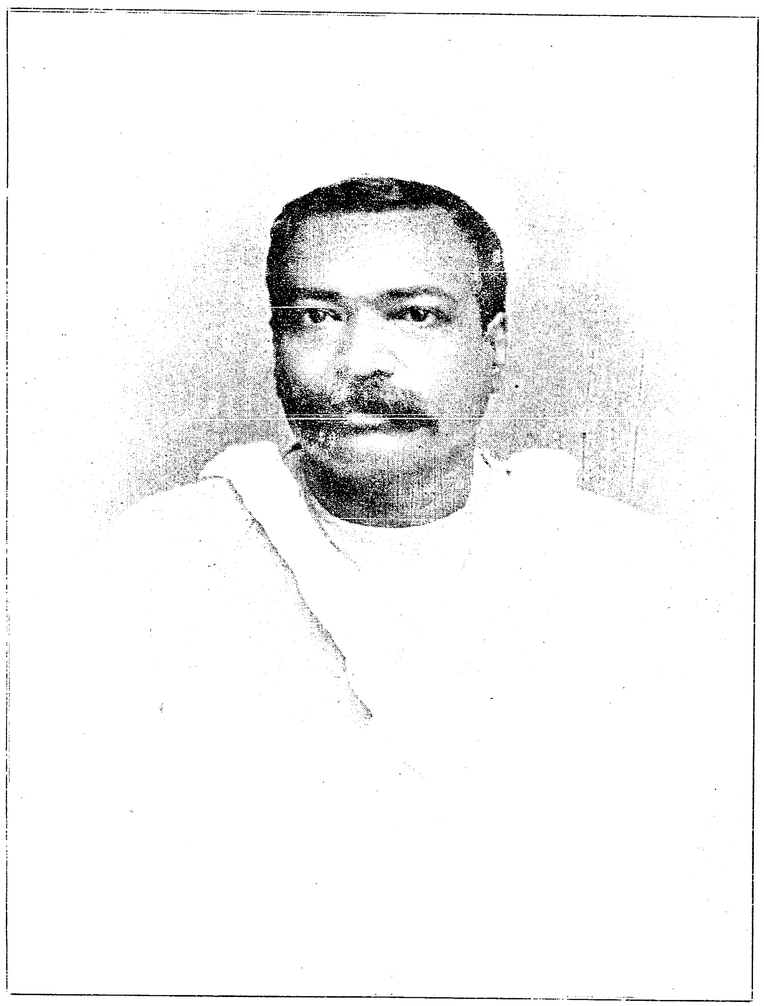

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন।

SUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

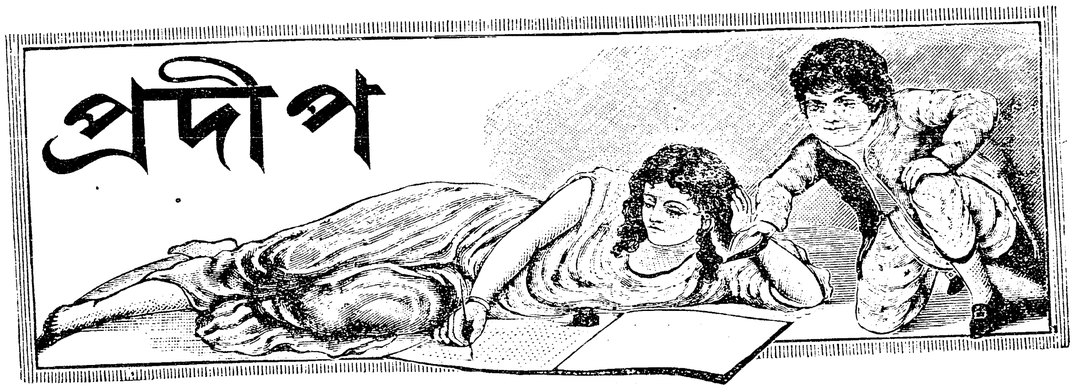

তৃতীয় ভাগ। আষাঢ়, ১৩০৭। ৭ম সংখ্যা।

মরত্ব।

কেহ বলে আছে প্রাণ মরণের তীরে ;
কেহ বলে, নাহি লোক মরত-অতীত ;
জগতের আদি হ'তে, মৃত অগণিত
নরনারী ; কেহ কভু আসে নাহি ফিরে !
কল্পনায় বিরচিয়া চির সুখধাম,
চলেছে জীবন-পথে দুঃখ ভারাকুল,
আশায় রাখিয়া ভর, অনন্ত বিপুল
বিমুগ্ধ এ জীবলোক !—কোথা পরিণাম ?
বৃথা আশা, বৃথা প্রেম ! কোথা কল্পতরু ?
সকলি মিলায়ে যায় বুদ্বুদ সমান !
এক যায়, আর আসে, জাগে নবপ্রাণ,
পুরাতন প'ড়ে থাকে শূন্য মহামরু !—
অজ্ঞেয় এ আদি অন্ত !—বংশ-পরম্পরা,
মরণের পর স্মৃতি—রাখে বসুন্ধরা।

মায়া।

ইন্দ্রিয়-দুয়ার দিয়া চলেছে বাহিয়া
অনন্ত বিশ্বের স্রোত অনন্ত লীলায় ;
পশ্চাতে বসিয়া 'আমি' মগ্ন আপনায়,
নিরুদ্দেশ, আনমনে, র'য়েছি চাহিয়া !
কিছু নাহি লাগে মনে 'আপন' বলিয়া,
শুধু এ বিদেশ যেন বিরহ-বিজন ;
একাকী ;—যদিও পাশে আছে পরিজন ;
একাকী,—দুদিনে সবে যাইবে ছলিয়া !
পূর্ব্বজন্ম, কোন্ দূর কালসিন্ধু-লীন ;—
পরলোক, অগোচর সংশয়-তিমিরে ;—
বর্ত্তমান এ জীবন প্রহেলি, প্রলাপ ;—
আত্মজ্ঞান কি অজ্ঞেয় নিয়তি-অধীন !—
একি দায় ! উদাসীন জীবনেরে ঘিরে,
চিরদিন আছে একি মোহ-অভিশাপ !

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

থাকাতে শিশুদিগের শিক্ষার যথেষ্ট দুর্গতি হইতেছে, যাহাতে মানুষ, মানুষ হইতে পারে সে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না; অনেকস্থলে সত্যের নামে অসত্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

যাক্ সে কথা; শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্যের একটা সুদূর প্রসারিত ক্ষেত্র পড়িয়া থাকে, যাহাতে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির উন্নতির আশার প্রসারের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য স্বজাতি প্রেমিকদিগের হস্তে একটা মহা যন্ত্রস্বরূপ। প্রাচীনকালের ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে ইন্দ্র বণিকের অর্ণবপোত যেমন ধন বহন করিয়া আনে, তেমনি তুমি আমাদের জন্য ধন বহন কর।" সাহিত্য কি বণিকের অর্ণব-পোতের ন্যায় নয়? ইহাতে করিয়া কি আমরা স্বদেশ বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যের খনি হইতে, বিদেশীয় চিন্তার সাগর হইতে, মণিমুক্তা বহন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাসম্পদ পোষণ করিতে পারি না? একবার ভাবিয়া দেখ, বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজগণ প্রাচীন লাটিন ও গ্রীক সাহিত্য হইতে কত চিন্তা সংগ্রহ করিয়াছেন! অধিক দিনের কথা নয়, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কার্লাইল প্রমুখ সুধীগণ জর্ম্মাণ-সাহিত্য হইতে কত ভাব সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছেন? সে সকল অমূল্য সম্পদে ইংলণ্ড কি ধনী হন নাই? স্বজাতি প্রেম কি কেবল বিদেশীয় রাজাদিগকে গালি দিলেই প্রকাশ পায়? অথবা আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের মত কে আছে, এই বড়াই করিলেই প্রকাশ পায়? দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষের ন্যায় দেশের ভবিষ্যতটা চক্ষের সমক্ষে ও স্বদেশ প্রেমটা হৃদয়ে রাখিয়া বসিতে হয়, তবে সাহিত্য জাতীয় উদ্দীপনার কারণ হইতে পারে।

যেমন উদ্যানমধ্যে বৃক্ষের চারাগুলি বসাইয়া যদি দেখিতে পাও প্রত্যেকটা নিজের পূর্ণবিকাশ পাইতেছে, তবে যেমন জান, যে উদ্যানটী সুন্দর ও সুফলপ্রদ হইবে, তেমনি জানিও তুমি আমি যদি জ্ঞানে উন্নত, ভাবসম্পদে ধনী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে দৃঢ়, স্বাধীন চিন্তাতে সুদক্ষ হই, দেশটা চরমে বড় না হইয়া যায় না। কেমন করিয়া হইবে বলিয়া দিতে পারি না, কিন্তু হইবেই এই মাত্র বলিতে পারি; কারণ আমি নাস্তিক নই। বিশ্বাস করি এ জগতের একজন মালিক আছেন। তাঁহার মঙ্গলময় রাজ্যে সত্যের অপলাপ সম্ভব নহে। ঘরে ঘরে এই মানুষ গড়ার কাজটা সাহিত্যের হস্তে। এই জন্যই জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটা চিরসম্বন্ধ দেখিতে পাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার।

যাঁহাদিগের যত্নে ও চেষ্টায়, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে এ দেশে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার একজন প্রধান।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ সালে, স্কট্‌লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঘড়ির ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে এখানে ঘড়ির ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা ছিল না, সুতরাং তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮১৬ সালে তিনি শ্রীযুক্ত ই, গ্রে সাহেবকে তাঁহার কারবার সমর্পণ করেন। সেই জন্য, সেই সময়ের কোন সংবাদপত্রে আমোদ করিয়া লেখা হইয়াছিল, "Old hair turned grey."

হেয়ার সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকটে হেয়ার সাহেব মদ্‌গুর (মাগুর) মৎস্য আহার করিতে শিক্ষা করেন। হেয়ার সাহেব উহা আহার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। যখন রাজা বিলাত যান, তখন হেয়ার সাহেব তাঁহার লণ্ডনস্থ

সহোদর ভ্রাতৃগণকে পত্র দিয়াছিলেন যে, রাজা ইংলণ্ডে বিদেশী, অনেকপ্রকার অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে যেন বিশেষ যত্ন করেন। রাজার ইংলণ্ডবাস কালে তাঁহারা রাজার কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা রাজার জীবনবৃত্তান্তে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীদিগের সহিত হেয়ার সাহেবের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তিনি বন্ধুভাবে লোকের বাড়ী বাড়ী যাইতেন, সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন!

সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার বড়ই দুরবস্থা, রাম রাম মিশ্র প্রথম ইংরেজীওয়ালা। তখন যিনি যত অধিক ইংরেজী শব্দ জানিতেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে কলিকাতা নগরে কয়েকটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরাটুন পিটার্স, সেরবরণ (Sherburn) প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে অতি সামান্য ইংরেজী শিক্ষা হইত।

পড়াইবার পুস্তক প্রায় কিছুই ছিল না। Thomas Dyce's Spelling, School Master, Arabian Nights, Pleasing Tales, ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মজ্ঞান, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গুরুদক্ষিণা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, এই কয়েকখানি প্রচলিত পুস্তক ছিল। বালকদের পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক কিছুই ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা হইত।

এই সময় ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার জন্য হেয়ার সাহেব সুপ্রীম কোর্টের চীফ জষ্টিস্ স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট সাহেবের সহিত দেখা করেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন যে এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করিব।

ক্রমে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইল। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন জন্য একটি কমিটি হইয়াছিল। ৮ জন ইয়োরোপীয় এবং ২০ জন দেশীয় উহার সভ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেব দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন এবং সকল বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিতেন।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এবং তিনজন সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হেয়ার সাহেব অবশ্য একজন।

হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্য বাটী নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হিন্দুকলেজের নামেই ভিত্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১২৪০০০ টাকা দিয়াছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে ডেভিড হেয়ারের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি উহা এই মহৎ কার্য্যে দান করেন। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন হয়।

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। হেয়ার সাহেব এইরূপ ছাত্রদিগের উপকার করিতে ও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে সর্ব্বদাই বিশেষ যত্নশীল থাকিতেন। হেয়ার সাহেবের সুপারিসে রামগোপাল বাবু কলিকাতার এক সদাগরের আপিসে সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য হইতে ক্রমে যে তাঁহার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

হেয়ার সাহেবের মহৎ চরিত্র ও সদ্‌গুণ সকল দেখিয়া হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রগণ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবকে প্রকাশ্যরূপে সম্মান করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার যোড়াসাকোস্থ মাধব চন্দ্র মল্লিকের বাটীতে একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন।

উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিক্‌দার বলিলেন, "হেয়ার সাহেব আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার পক্ষে প্রভাত-তারা।" পার্চমেণ্ট কাগজে একখানি অভিনন্দন পত্র লিখিত হইয়াছিল। উহা হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইল। পরলোকগত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, —"আপনি মাতার ন্যায় আমাদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছেন।" হেয়ার সাহেব এই মিষ্ট কথাটিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া মাথা নাড়িলেন।

হেয়ার সাহেবের প্রশংসা করিয়া ছাত্রগণ যে সকল বক্তৃতা করিলেন, তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার

সারমর্ম্ম এই, "আমি বীজ বপন করিয়াছিলাম; এক্ষণে উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছি।" ইত্যাদি।

এই সকল ছাত্রদিগের উদ্যোগে ও ব্যয়ে হেয়ার সাহেবের একটি ছবি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে হেয়ারস্কুলে আছে।

অনেকের চেষ্টায় হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হয়, সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবই প্রকৃত সংস্থাপক। তিনি ভিন্ন এ কার্য্য হইতে পারিত না। কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে, হেয়ার সাহেব সকলকে এক মতে আনেন, এবং তজ্জন্য উপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিবার জন্য তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন। এই হিন্দুকলেজের কলেজবিভাগ এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজরূপে, এবং স্কুলবিভাগ হিন্দু স্কুলরূপে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের কিছু কাল পরে তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের কমিসনর নিযুক্ত হন। তথাচ তিনি অধিকাংশ সময় হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণ করিতেন।

হেয়ার সাহেবের দ্বারা বহুল পরিমাণে মেডিকেল কলেজের উন্নতি হইয়াছিল। উক্ত কলেজ সংস্থাপন সময়ে যে সকল গুরুতর বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হেয়ার সাহেবের চেষ্টাতেই দূরীভূত হয়। হিন্দুসন্তান শবচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইবে বলিয়া গোড়া হিন্দুরা ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিয়া ছিলেন।

বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি এক দিবস হেয়ার সাহেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় দ্রুত পদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিলেন, "মধু, তুমি এত কাল কি করিতেছিলে? তুমি কি জান না যে, প্রায় এক সপ্তাহ কাল আমি কিরূপ দুর্ভাবনা ভোগ করিতেছি? আমি রাধাকান্তের (রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর) সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার আশা হইয়াছে। তোমার কি বলিবার আছে বল? তুমি কি তোমাদের শাস্ত্রে এমন কোন শ্লোক পাইয়াছ, যাহাতে শবচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে?" মধুসূদন উত্তর করিলেন, "মহাশয়, গোড়া হিন্দুদের আপত্তির জন্য কোন ভয় করিবেন না। যদি তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, আমি এবং আমার পণ্ডিত বন্ধুগণ তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তাঁহারা তাহা করিবেন না।" হেয়ার সাহেব এই সকল কথায় সান্ত্বনা পাইলেন। বলিলেন, আমি কল্য এ বিষয়ের জন্য লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইব।

১৮৩৬ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারি হন এবং কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিছু কাল পরে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কলেজের সম্মানিত সভ্যের পদে নিযুক্ত করেন। সম্মানিত সভ্যরূপেও তিনি কলেজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি চিরজীবনই মেডিকেল কলেজের হিতসাধনে যত্নশীল ছিলেন।

হেয়ার সাহেব কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইয়োরোপীয় সম্পাদক ছিলেন। এই সভার সম্পাদকরূপে তিনি ইহার পাঠশালা সমূহের ভার গ্রহণ করিয়া সে সকলের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আরপুলি পাঠশালা তাহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে বহন করিতেন।

ছাত্রগণ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, কেবল ইংরেজী শিখিলেই হইবে না, বাঙ্গালা ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কলিকাতায় জুভিনাইল সোসাইটি নামে একটি সভা ছিল। উক্ত সভা হইতে শ্যামবাজার, জানবাজার, চীৎপুর, পদ্মপুকুর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয়সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে স্কুল-বুক-সোসাইটির কথা বলিয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করা তাহারও একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল সভার সহিত যোগ দিয়া হেয়ার সাহেব অনেক কাজ করিতেন। রাধাকান্ত দেবের বাটীতে বালিকাদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইত। ক্রমে উহা রহিত হইয়াছিল।

হেয়ার সাহেব স্কুল-বুক-সোসাইটিতে বাৎসরিক ১০০ শত টাকা চাঁদা দিতেন। এই সভা হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশ হইত, তাহা স্কুলের শিক্ষকদিগের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইত।

হিন্দুকলেজের ছাত্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেব একেডেমিক এসোসিয়েসন (Academic Association) নামক একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মানিকতলার যে বাড়ীতে ওয়ার্ডস্ ইনিষ্টিটিউসন ছিল, সেই বাড়ীতেই উক্ত সভা হইত। হেয়ার সাহেব তথায় নিয়মিতরূপে গমন করিতেন, ও মনোযোগপূর্ব্বক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। কিছু দিন পরে মানিকতলার বাটী হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুল গৃহে সভা উঠিয়া আসিয়াছিল। ডিরোজিও সাহেব উক্ত সভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে হেয়ার সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন। সভার দিনে, সভার কার্য্য হইয়া গেলে পর, হেয়ার সাহেব কোন কোন সভ্যের সহিত গল্প করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ্চ একটি নূতন সভা সংস্থাপিত হইল। উহার নাম Society for the Acquisition of General Knowledge। হেয়ার সাহেব এই সভার সম্মানিত দর্শক (Honorary Visitor) পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিয়মিতরূপে সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন।

হিন্দুকলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কলেজের নিকটেই একটী পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব উক্ত পাঠশালার ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

হেয়ার সাহেব যে কেবল এ দেশের বালক ও যুবকদিগের শিক্ষার জন্যই যত্ন করিতেন এমন নহে, অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যেও তিনি উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইতেন। কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহার সময়ে এরূপ একটি আইন হইয়াছিল, যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য সভা করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণের এক সভা হয়। এই সভায় হেয়ার সাহেব একজন বক্তা ছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহারও একজন সভ্য ছিলেন।

দ্বিতীয়, যাহাতে দেওয়ানি মোকদ্দমায় সুপ্রীম্ কোর্টে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, এবং যাহাতে মফঃস্বল আদালতেও ক্রমে ক্রমে উক্তরূপ বিচারের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য ১৮৩৫ সালের ৮ই জুলাই টাউন হলে কলিকাতাবাসিগণের একটি প্রকাশ্য সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহারও একজন সভ্য ছিলেন।

তৃতীয়, সে সময়ে এমন একটি আইন হইয়াছিল যাহাতে মফঃস্বল আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিস্ প্রজাগণের বিলাত আপিল করিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়। এই অন্যায় আইন রহিত করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণের এক মহা সভা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব উক্ত সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে সভার উদ্দেশ্য সংসাধনজন্য বিলাতে একজন এজেণ্ট প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ, সে সময়ে কুলীদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার হইতেছিল। হেয়ার সাহেব তাহা নিবারণ করেন। ১৮৩৫ সালে এদেশীয় কুলিদিগের মরিসস ও বোর্‌বোন্ যাত্রা আরম্ভ হয়। যাইবার উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া, স্বাধীনভাবে যে সকলে যাইত, এমন নহে। অনেক কুলি প্রতারিত হইত। অনেক মিথ্যা কথা বলিয়া, অনেক মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে লইয়া যাওয়া হইত।

পটলডাঙ্গার একটা বাড়ীতে প্রায় একশত কুলিকে দরজায় তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রায় প্রতিদিন উক্ত স্থানে যাইতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া ঐ সকল কুলিকে মুক্ত করিলেন।

কুলিদিগের উপকার করার অপরাধে অনেক লোক হেয়ার সাহেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু হেয়ার সাহেব ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয়ে তিনি ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে এই অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৮৩৮ সালের ১০ই জুলাই টাউন হলে একটি সভা হইল। এই সভা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইল যে, কুলীদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিসন নিযুক্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ১৮৩৮ সালে একটি কমিসন নিযুক্ত করেন। হেয়ার সাহেব এই

কমিসনের সম্মুখে কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। কমিসন রিপোর্ট করিলেন যে, কুলিদিগকে যথার্থই ঠকাইয়া, ভুলাইয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদ্বারা তৎকালে এই অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল।

পঞ্চম, ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য বিলাতে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিবার জন্য ১৮৩৯ সালে এখানে একটি সভা হয়। হেয়ার সাহেব ইহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এ বিষয়ে সভাতে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হেয়ার সাহেব তাহার সমর্থন করেন।

হেয়ার সাহেবের আর একটি কার্য্য। সে সময়ে এ দেশের আদালত সমূহে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত ছিল না। হেয়ার সাহেব জানিতেন, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হইলে, এ দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে। আদালত সমূহে যদি ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জীবিকা অর্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইবে। সেই জন্য তিনি হিন্দুকালেজের ম্যানেজার, ছাত্রগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাইলেন যে, আদালত সমূহে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার উত্তরে বলিলেন যে, আপাততঃ পরীক্ষাস্বরূপ নিকটবর্ত্তী কোন কোন জিলার আদালতে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের সহিত হেয়ার সাহেবের যোগ ছিল। ১৮৩৬ সাল হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় কৃষিজাত ও উদ্যানজাত সামগ্রী সম্বন্ধীয় সভার (Agricultural and Horticultural Society in India) জনৈক সভ্য ছিলেন। তিনি উহার মাসিক অধিবেশনে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সভ্য ছিলেন। ডিষ্ট্রাক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটিতে নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতেন।

হেয়ার সাহেবের শরীর সুস্থ ও সবল ছিল। পদব্রজে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। একদিবস তাঁহার বাসস্থানে একটি যুবা পুরুষ আসিয়া চা পান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পদব্রজে ভ্রমণের কথা হওয়াতে তিনি হেয়ার সাহেবকে এমন কিছু কথা বলিলেন, যাহাতে হেয়ার সাহেব পদব্রজে ভ্রমণ বিষয়ে তাঁহার সহিত লড়াই দিতে চাহিলেন। যুবা পুরুষটি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে একত্র ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তাঁহারা হেয়ার ষ্ট্রীটে, অর্থাৎ হেয়ার সাহেবের বাসস্থানের নিকটে পৌঁছিলেন, তখন সেই যুবা পুরুষটি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার পা উঠে না। কিন্তু হেয়ার সাহেব তখনও শ্রান্ত হন নাই। তিনি অবশিষ্ট পথটুকু দৌড়িয়া গিয়া আপনার গৃহে পৌঁছিলেন। হেয়ার সাহেবেরই জয় হইল!

হেয়ার সাহেব সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন। কলিকাতার মাখন ভাল নয় বলিয়া উহা খাইতেন না। বলিতেন, উহা কেবল গাড়ীর চাকাতে লাগাইবার যোগ্য।

ছাত্রগণের প্রতি হেয়ার সাহেবের অসাধারণ যত্ন ছিল। যদি শুনিতেন কোন ছাত্রের পীড়া হইয়াছে, তিনি ঔষধ লইয়া তাহার বাসস্থানে গিয়া নিজে তাহার চিকিৎসা ও সেবা করিতেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি একবার জররোগে আরোগ্য লাভ করিয়া হেয়ার সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে জ্বরের সময় সংবাদ দেও নাই কেন? আমি তাহা হইলে ঔষধ লইয়া গিয়া তোমার চিকিৎসা করিতাম।"

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি যখন হিন্দু কালেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি একবার ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে কিছু ঔষধ সেবন করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একটি অতি জঘন্য, অপরিষ্কার গলির ভিতর রামতনু বাবুর বাসা ছিল। হেয়ার সাহেব গভীর রাত্রিকালে তথায় আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। বাটীর লোক মনে করিল, কোন মদ্যপায়ী ইয়োরোপীয় খালাসি ঐরূপ করিতেছে। সুতরাং তাহারা ভয় পাইয়া কিছুতেই দ্বার খুলিয়া দিতে চাহিল না। হেয়ার সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন;—"হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়, খোল্ দেও।" তখন দরজা খোলা হইল। তিনি ভিতরে আসিলেন।

আর একবার স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের জ্বর হইয়াছিল। তিনি জ্বরবিচ্ছেদে গুঁড়া কুইনাইন সেবন করিতে সম্মত নহেন বলিয়া, হেয়ার সাহেব কুইনাইনের বড়ি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন।

বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র বলেন;—"একদিন হেয়ার সাহেব শুনিলেন যে, বাগবাজারে রাধানাথ সেন জররোগে কষ্ট পাইতেছেন। আমারও বাসস্থান ঐ অঞ্চলে শুনিয়া তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, আমি তাঁহার সঙ্গে রাধানাথ সেনের বাটীতে যাই। সে দিন বেলা চারিটা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। তথাচ তিনি রাত্রি ৯টার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া একখানা পাল্কিগাড়ীতে রাধানাথ সেনের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় দুই ঘণ্টা কাল রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের কোন ছাত্র পীড়িত হইলে তিনি তাহার বাসস্থানে গিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবায় নিযুক্ত হইতেন। ছাত্র দরিদ্র হইলে নিজ ব্যয়ে ঔষধ দিতেন এবং পথ্যের জন্য টাকা দিতেন। স্কুলের ছুটির সময় বৃষ্টি হইলে তিনি বালকদিগকে ভিজিয়া বাটী যাইতে দিতেন না। ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে বলিয়া নিজ ব্যয়ে খাদ্য আনাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। বৃষ্টি শীঘ্র না থামিলে ভাড়াটিয়া গাড়ী অথবা ছাতাওয়ালা* ডাকিয়া নিজ ব্যয়ে বালকদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বালকেরা যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রায়ই দেখা যাইত যে, অপরাহ্নে স্কুলের ছুটি হইবার সময় হেয়ার সাহেব একখানি পরিষ্কার তোয়ালে হস্তে লইয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। উহা দ্বারা অনেক বালকের শরীর মুছিয়া দেখিতেন, তাহারা পরিষ্কার থাকিতে যত্ন করে কিনা। হেয়ার সাহেবের ভয়ে বালকেরা নিজ নিজ দেহ নির্ম্মল রাখিতে যত্ন করিত।

* সে সময়ে কলিকাতার নানা স্থানে উৎকল দেশীয় অনেক ছাতাওয়ালা দেখিতে পাওয়া যাইত। রৌদ্র বা বৃষ্টির সময় তাহাদিগকে ডাকা দিলে তাহারা ছত্রধারণ করিয়া লোককে গন্তব্যস্থানে রাখিয়া আসিত। কার্ত্তিকপূজার সময় অনেক কর্ত্তিকের পশ্চাতে যে ছত্রধারী উড়িয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল এই।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে প্রহার করা ভাল বাসিতেন না। বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত বলেন যে, তিনি বাল্যকালে হিন্দুকলেজের স্কুলবিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন তাহার শিক্ষক, ছাত্রদিগকে অতিশয় প্রহার করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, চকমকির পাথরে ইস্পাতের আঘাত করিলে যেমন তাহাতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ বালকদিগকে প্রহার করিলে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় যত নিকট হইত, তাঁহার প্রহারের পরিমাণও সেই অনুসারে বৃদ্ধি হইত। অর্থাৎ পরীক্ষা হইবার আটাশ দিন যখন বিলম্ব থাকিত, তখন প্রত্যেক ভুলের জন্য একখানি তালের পাখার বাঁটের দ্বারা দুই ঘা করিয়া প্রহার করিতেন। ছাব্বিশ দিন বিলম্ব থাকিতে তিন ঘা। চব্বিশ দিন বিলম্ব থাকিতে চারি ঘা। পরীক্ষা নিতান্ত নিকটে আসিয়া পড়িলে প্রত্যেক ভুলের জন্য দশ কিম্বা বার ঘা প্রহার হইত। গোবিন্দ বাবু বলেন যে, যে দিন আট ঘা প্রহারের দিন, সে দিন তাঁহার একটা ভুল হওয়াতে তিনি প্রথম একটা ঘা খাইয়াই এত কাঁদিতে লাগিলেন যে, শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, আজ তবে থাক্, অবশিষ্ট কয়েক ঘা আর একদিন হইবে। অনাদায়ী ঋণের ন্যায় উহা তিনি আর একদিন আদায় করিবেন। কিন্তু গোবিন্দ বাবুর ভাগ্যক্রমে তিনি উহা আর আদায় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

শিক্ষক মহাশয়ের তাল বৃন্তটিতে দুটি কার্য্য হইত। প্রথম, বালকদিগকে প্রহার করা, দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালে আপনাকে বাতাস করা। একদিন কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখার বাঁটের দ্বারা তিনি একটি বালককে প্রহার করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রত্যহ কলেজে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন ও প্রত্যেক শ্রেণীর সংবাদ লইতেন। সুতরাং এ কথা তাঁহার কর্ণে উঠিল। তিনি মৃদু হাস্য করিতে করিতে ঐ শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন। তৎপরে তাঁহার পাখাখানি লইয়া আপনার জেব হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া উহার বাঁটটী গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিলেন। এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া

ছাত্রদিগের প্রতি একবার তাকাইলেন। তৎপরে উচ্চ হাস্য করিয়া অবশিষ্ট তালবৃন্তটি বায়ুসেবন করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের হস্তে দিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

হেয়ার সাহেব অতিশয় সাহসী লোক ছিলেন। একদিন কলেজের সম্মুখ দিয়া একজন বলবান্ বিলাতি খালাসী মাতাল যাইতেছিল। কলেজের সম্মুখে একজন ছাত্রের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সে উহার কোচম্যানের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কোচম্যান ও সহিস ভয়ে গাড়ী ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন সে কলেজের প্রাঙ্গণ হইতে একটা প্রকাণ্ড যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। কলেজের দরোয়ানেরা উহা নিবারণ করিতে আসিল বটে, কিন্তু সে তাহাদিগকে এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করিল যে, তাহারাও ভয়ে চম্পট দিল। তখন খালাসী গাড়ীখানি চূর্ণ করিয়া অদৃশ্য হইল।

এমন সময় হেয়ার সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন দরোয়ানেরা আসিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া যে দিকে সেই খালাসি চলিয়া গিয়াছে দেখাইয়া দিল। হেয়ার সাহেব তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাচ তিনি তীরের ন্যায় বেগে দৌড়িয়া গিয়া সেই মাতাল খালাসিকে ধরিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে, সিমলা কালীতলায় একদিন রাত্রে একজন চোর এক শিশুর অলঙ্কার চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল। হেয়ার সাহেব তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করাতে, সে একটা যষ্টি দ্বারা তাঁহার মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, তাঁহাকে কিছু দিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল।

বালকেরা হেয়ার সাহেবকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা তাঁহার বাটীতে পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি তাহাদিগকে অতিশয় যত্ন করিতেন। তাহাদের সহিত গল্প করিতেন, তাহাদিগকে ক্রীড়ার সামগ্রী সকল উপহার দিতেন।

বাবু চন্দ্রশেখর দেব বলেন যে, তিনি এক দিন অপরাহ্নে হেয়ার সাহেবের বাটীতে যাইবার সময় পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। তথায় পৌঁছিবামাত্র হেয়ার সাহেব তাঁহাকে আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইলেন। নিজ হস্তে উহা নিঙ্গড়াইয়া ভৃত্যকে শুকাইতে দিলেন। নিজের রুমাল দিয়া তাঁহার মাথা মুছাইয়া দিলেন। পরে একটী তাড়িত যন্ত্র ও একটা গ্যালভেনিক ব্যাটারি লইয়া তাঁহাকে আমোদ দিতে লাগিলেন।

আর একদিন চন্দ্রশেখর বাবু হেয়ার সাহেবের বাটীতে অপরাহ্নে উপস্থিত হইলে পর বৃষ্টি হইতে লাগিল, শীঘ্র থামিল না। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বাবু বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে ভিজিয়া বাটী যাইতে দিলেন না। তাহার আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিকটস্থ মররার দোকানে চন্দ্রশেখর বাবুর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজে আহার করিতে গেলেন। তৎপরে তিনি চন্দ্রশেখর বাবুকে বাটী পৌঁছিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গায় তাঁহার পৈতৃক বাটীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি এখান হইতে বাটী যাইতে পারিবে? যাইতে পারিব, বলিয়া চন্দ্রশেখর বাবু বাটীর দিকে দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহাতে হেয়ার সাহেবের মন বুঝিল না। তিনি তাঁহার পৈতৃক বাটীর সম্মুখে গিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বালক পৌঁছিয়াছে কি না। তাঁহার পিতা আসিয়া বলিলেন যে, সে বাটী পৌঁছিয়াছে। তখন হেয়ার সাহেব নিশ্চিন্তমনে ফিরিয়া গেলেন।

বালকদিগের উন্নতির জন্য হেয়ার সাহেব নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। অলস বালকদিগকে পরিশ্রমী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন, পরিশ্রমী বালকদিগকে পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। কোন্নগর নিবাসী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন এক দিবস একজন দর্শক আসিয়া তাঁহাদের শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি উত্তম পরীক্ষা দেওয়াতে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে একখানি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা ডিক্সনারি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

বালকদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে সকল বালক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত তাহারা কোথায় থাকে, কি করে, অনুসন্ধান করিবার জন্য, তিনি কাশীমণী নামক একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কেবল ভৃত্যের উপরেই নির্ভর করিতেন না। অনুপস্থিত বালকদিগের গৃহে নিজে গিয়া জানিতেন যে, তাহারা তথায় আছে কি না। গৃহে দেখিতে না পাইলে, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুপ্ত আড্ডায় গিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতেন। অনেক মন্দ বালককে তিনি ভাল করিয়াছিলেন। অনেক অসচ্চরিত্র ছাত্রকে তিনি সচ্চরিত্র করিয়াছিলেন। যে সকল বালক সম্বন্ধে কেহই মনে করিত না যে, তাহারা কখন মানুষ হইবে, এমন অনেক বালক হেয়ার সাহেবের প্রসাদে সুশিক্ষিত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ তাহাদের পরিবারের ও জনসমাজের পক্ষে অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিলেন। বালকদিগের ব্যবহার ও কার্য্য সম্বন্ধে হেয়ার সাহেব কত দূর অনুসন্ধান করিতেন, তাহা একটি ঘটনার কথা বলিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। কোন ধনী পরিবারের একটি দুষ্ট বালক, তাহার অপেক্ষা অল্প বয়স্ক আর একটি বালকের সঙ্গ লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই অল্প বয়স্ক বালক তাহার নিকট থাকিতে ভালবাসিত না। ইহাতে সেই দুষ্ট বালকটি উহার উপর বড়ই বিরক্ত হইল এবং উহাকে সকলের নিকট অপদস্থ ও অপমানিত করিবার জন্য একটি উপায় স্থির করিল। সে কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ বালকের নিন্দাসূচক একটি কুৎসিত কবিতা রচনা করাইয়া লইল। স্থির করিল, স্কুলের দরোয়ানদিগকে পরাভূত করিয়া গভীর রাত্রে আসিয়া স্কুলের হলে, প্রকাশ স্থানে উহা লাগাইয়া দিবে। এক দিন রাত্রি একটার সময় সে একটি লণ্ঠন হস্তে স্কুলের হলে আসিয়া সেই নিন্দাসূচক কবিতা দেয়ালে লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখিল যে, হেয়ার সাহেব হলের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তখন বৃষ্টি হইতেছিল; সুতরাং হেয়ার সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। হেয়ার সাহেব পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দুষ্ট বালককে ধরিয়া ফেলিলেন। একটি নির্দ্দোষী বালক অপমান, লজ্জা ও অমূলক কুৎসা হইতে রক্ষা পাইল।

সে সময়ে, মাহেশের স্নানযাত্রার সময়, কলিকাতার অনেক বাবু, বারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে, নৌকা করিয়া আমোদ করিতে করিতে মাহেশে যাইতেন। বালকদিগের চরিত্রের প্রতি হেয়ার সাহেবের এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, যাহাতে তাঁহার বালকগণ কেহ ঐ প্রকার কুসংসর্গে মাহেশ গমন না করে, সে জন্য তিনি গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতেন। কোন বালককে ঐরূপ কুসঙ্গে দেখিতে পাইলে, তাহাকে ধরিয়া আনিতেন ও উপযুক্ত শাস্তি দিতেন।

গরিব লোকের সন্তানকে হেয়ার সাহেব বিনা বেতনে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিতেন। কত গরিব দুঃখীর ছেলে তাঁহার স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইয়াছে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে? তিনি গরিবের মা বাপ ছিলেন। একদিন হেয়ার সাহেব একটী বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে তাঁহার স্কুল গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি দুঃখিনী বিধবা নারী তাহার শিশু সন্তানটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যে, তিনি তাহাকে তাঁহার স্কুলের লাষ্টক্লাসে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লন। লাষ্টক্লাসে তখন অনেক বালক ভর্ত্তি হওয়াতে ক্লাস পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া হেয়ার সাহেব ঐ শিশুটিকে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ঐ দুঃখিনী বিধবা ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

ডেভিড হেয়ারের কোমল হৃদয়ে ইহা বড়ই লাগিল। তিনি যে বাঙ্গালী বন্ধুটির সহিত একত্রে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির প্রকৃত অবস্থা জানা এবং উহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। তখন তিনি সেই বন্ধুটির সহিত বাহির হইয়া অনেক অন্বেষণের পর সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তাহার সন্ধান পাইলেন। হেয়ার সাহেব ও একটি বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া স্ত্রীলোকটি তাহার শিশু সন্তানটিকে সঙ্গে লইয়া অতি ব্যগ্রভাবে তাহার কুটীর হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটিও কথা বলিতে পারিল না। নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার গণ্ডস্থল ধৌত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া হেয়ার সাহেব এত দূর অভিভূত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত একটিও কথা বলিতে পারিলেন না। পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমি অদ্য হইতে তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম। তোমার পুত্র যতদিন না অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে চারি টাকা করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া তিনি তখনই তাহাকে চারিটি টাকা

দিলেন। হেয়ার সাহেবের এই প্রকার দয়া দেখিয়া স্ত্রী লোকটি আশ্চর্য্য হইল। সে প্রাণের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল! সে বলিতে লাগিল যে, সাহেব মানুষ নহেন। কোন দেবতা মানবাকার ধারণ করিয়া দুঃখীর উপকারের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। হেয়ার সাহেব নিজের প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

হেয়ার সাহেব যে কেবল বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন, এমন নহে। তিনি গরিব দুঃখীর উপকারের জন্য নানাপ্রকারে অর্থ ব্যয় করিতেন। বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, দুইবার পূজার সময় হেয়ার সাহেব চারি শত টাকার ধুতি ও সাড়ী ক্রয় করিয়া তাঁহার স্কুলের দুঃখী বালকদিগকে ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। পূজার সময় নূতন বস্ত্র না হইলে তাহাদের মনে বড়ই কষ্ট হইবে বুঝিতে পারিয়া হেয়ার সাহেব নিজব্যয়ে বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য হেয়ার সাহেব কয়েক লক্ষ টাকা রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন চীনদেশ প্রবাসী তাঁহার কোন ধনী আত্মীয়ের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই ধনী আত্মীয় তাঁহারই ন্যায় দয়ালু লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল সৎকার্য্যের ব্যয় করিবেন বলিয়া সকলই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের যত ভূমি সকলই হেয়ার সাহেবের ছিল। তিনি ঐ সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

১৮৪২ সালের ৩১শে মে হেয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভয় পান নাই। মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাঁহার সরদার বেহারাকে আজ্ঞা করিলেন, গ্রে সাহেবের নিকটে গিয়া বল যে, আমার জন্য একটা কফিন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সরদার বেহারা তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই। চিকিৎসা যথেষ্ট হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার ডাক্তার প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন "আর শরিষার পুল্টিস্ লাগাইও না, আমি শান্তিতে মরিতে চাই।" মহাপুরুষ পরদিবস অর্থাৎ ১৮২৪ সালের ১লা জুন দেহ ত্যাগ করিলেন।

হেয়ার সাহেবের পরলোক গমনে আপামর সাধারণ সকলেই শোকার্ত্ত হইলেন। শত শত চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার গৃহে আসিলেন, গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রসময় দত্ত প্রভৃতি অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সে দিন অতিশয় বৃষ্টি, পথে অতিশয় জল ও কাদা, তথাচ পাঁচ হাজার লোক কাঁদিতে কাঁদিতে শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার কফিন বহন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমাদের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একজন।

শব লইয়া যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে, রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বাটী সকলের বারান্দায় ও জানালায়, ছাদের উপর, আবাল বৃদ্ধ বনিতা দণ্ডায়মান হইয়া কফিন দর্শন ও শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় লোকে লোকারণ্য হইল। সেই স্থানেই হেয়ার সাহেবের সমাধি হইল।

পাঠকবর্গ এস্থলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন হেয়ার সাহেবের সমাধি, সাহেবদিগের গোরস্থানে না হইয়া কলেজ স্কোয়ারে হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে হেয়ার সাহেবের বিশ্বাস ছিল না।

হেয়ার সাহেব এদেশের জন্য কি করিয়াছেন? এ দেশে যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক আনয়ন করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন প্রধান! তাঁহাকে হিন্দুকলেজের সংস্থাপক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে সকলের মত করিবার জন্য তিনি ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটির পক্ষ হইয়া তিনি স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করেন। স্কুলবুক সোসাইটি হইতে তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। বালকদিগের ন্যায় যাহাতে বালিকাদিগেরও শিক্ষা হয়, তজ্জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কি তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরমেশ্বর তাঁহার দ্বারা যে উন্নতি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিনই প্রবাহিত হইয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সংসাধন করিবে।

কেবল কি শিক্ষা সম্বন্ধে? অত্যাচরিত কুলিদিগের মা বাপ কে ছিলেন? মহাত্মা হেয়ার সাহেব। তাঁহার সময়ে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে কোন্ ইয়োরোপীয় উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন? মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

হেয়ার সাহেবের চরিত্র ও জীবন দেখিয়া আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি? কেমন করিয়া মানবের হিতার্থে দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হয়, কেমন করিয়া দুঃখী ধনী সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া সকলের বন্ধু হইয়া সকলের হিতার্থে সকলের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে হয়, কেমন করিয়া দুঃখীর দুঃখে চক্ষের জল ফেলিতে হয়, কেমন করিয়া নিজের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দুঃখীর দুঃখ নিবারণ ও বিপন্নের উদ্ধারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, কেমন করিয়া কাঙ্গালেরমা বাপ হইতে হয়, কেমন করিয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরকে সুখী করিতে হয়, হেয়ার সাহেবের চরিত্রে ও জীবনে আমরা তাহাই শিক্ষা করিতে পারি।

হেয়ার সাহেব চির কুমার ছিলেন। এ দেশের বালক বালিকারাই তাঁহার সন্তান সন্ততি। তিনি আমাদের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে চিরবদ্ধ। পরমেশ্বর আমাদিগকে এরূপ সুবুদ্ধি দিন যাহাতে আমরা এই মহাত্মার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি।

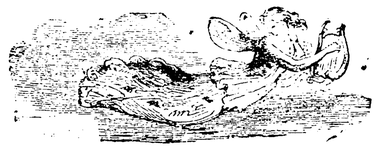

চান্দ্ররহস্য।

প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন,—

"একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণৈরপি।"

অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত ক্ষীণপ্রভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাগুলির তুলনায়, শুভ্র স্নিগ্ধ কিরণবর্ষী পূর্ণচন্দ্রের প্রাধান্য দেখিয়া মুগ্ধ কবি নিশ্চয়ই চির উজ্জ্বল ভীমকায় নক্ষত্রগণ অপেক্ষা শশাঙ্ককে উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন। চন্দ্রদেব কুটিলগতি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতিষিগণের শত চেষ্টা যেপ্রকার নিষ্ফল ভাবে ব্যর্থ করিতেছেন এবং নিয়তই এক রহস্যময় আবরণে স্বীয় বপুখানি ঢাকিয়া বিজ্ঞানবিদ্গণের অজ্ঞানান্ধকার যে প্রকারে ক্রমেই গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছেন, তাহা জানিলে নিশ্চয় সেই কবিই বলিতেন,—

"তারাস্তোমস্তমো হন্তি নচৈব সিতরশ্মিনা।"

কিছুদিন পূর্ব্বে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, কোন এক ব্যক্তি চন্দ্র ও সূর্য্যের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, দশটা সূর্য্য এক চন্দ্রের সমান: কারণ সূর্য্য কেবল দিবালোকে উদিত হইয়া আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র, কিন্তু রজনীর অন্ধকারে এক চন্দ্রই আমাদের পথপ্রদর্শক। পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বলিবেন, লোকটা বিজ্ঞান বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, এবং উহার বুদ্ধিটাও বড় স্থূল। আমরা পাঠকপাঠিকাগণের এই সিদ্ধান্তের বিরোধী হইব না, কিন্তু তাঁহারা যদি কোন এক সূক্ষ্মবুদ্ধি জ্যোতিষীকে চন্দ্র সূর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনিও অপরাপর নানা যুক্তি দ্বারা সেই বিজ্ঞানরসবর্জ্জিত মূঢ় লোকটার উক্তি সমর্থন করিয়া বলিবেন, "দশটা সূর্য্য এক চন্দ্রের সমান।" কোটি যোজন ব্যবহিত সূর্য্যের আকার ও গঠনোপাদান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অভ্রান্তরূপে স্থির করিয়াছেন,— কিন্তু জ্যোতিষ্ক পরিদর্শনের উপযোগী নানা যন্ত্রের আবিষ্কার সত্ত্বেও কেবল পাঁচলক্ষ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভূসখ চন্দ্রের অনেক তত্ত্ব রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। হটাৎ শুনিলে কথাটি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা সত্য।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, পৃথিবী যেমন এক নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও সেই প্রকার মাসে একবার ভূপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে,